গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.mochta.gov.bd)

বিষয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব প্রদীপ কুমার মহোত্তম অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	১৫/০৬/২০২৩ খ্রিঃ; সকাল ১০.০০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা:		পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

আলোচনা:

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। পরিচিতি পর্ব শেষে তিনি সভায় বলেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৬ই এপ্রিল, ২০০৯/২৩শে চৈত্র, ১৪১৫ তারিখে ২০০৯ সনের ২০নং আইন এর মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করে। এ আইনের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার তথা তথ্য প্রাপ্তি অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। জবাবদিহিমূলক সরকার রাষ্ট্রের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর।

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সমন্বয়) সভায় জানান যে, তথ্য অধিকার আইন জনগণের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। জনগণ যদি তার অধিকার সম্পর্কে অবহিত না থাকে বা সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি সঠিকভাবে না পায় তাহলে তার কাঙ্খিত সেবা পেতে বিলম্ব হয় এবং একইসাথে দেশ ও নিজের ক্ষতি সাধন হয়। অনেক নাগরিকই জানেন না কিভাবে দাপ্তরিক তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হয় এবং কোন নিয়মে আবেদন করা প্রয়োজন। প্রতিটি রাষ্ট্রের অবাধ তথ্য প্রবাহ দরকার। তথ্য অধিকার আইন সবাইকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা দরকার এবং গণশুনানী করার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সবাইকে অবহিত করা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভায় জানান। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থার তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। মন্ত্রণালয় হতে আজ যে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনায় রয়েছে। একইভাবে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থা তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিকে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা পরিষদের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে সচেতনতামূলক সভা প্রতি কোয়ার্টারে নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে।

৩। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়-২) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারাসমূহ উপস্থাপন করেন। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৮টি অধ্যায় এবং ৩৭টি ধারা রয়েছে। তিনি আইনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারা যথা: ধারা ৭. কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, ধারা ৮. তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, ধারা ৯. তথ্য প্রদান পদ্ধতি, ধারা ২৪. আপীল নিষ্পত্তি, ইত্যাদি এবং ধারা ২৫. অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি, ইত্যাদি উপস্থাপন করেন এবং এর প্রয়োগের বিষয়সমূহ উল্লেখ করেন। এ আইনে কোন বিষয়ে তথ্য পাওয়া সম্ভব এবং কোন বিষয়ে তথ্য গোপন রাখতে হবে তার বিশদ বিবরণ রয়েছে। সুতরাং এ আইন জানা থাকলে যে কেউই প্রাপ্তিযোগ্য তথ্য খুব সহজেই পেতে পারেন। তথ্য পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সরকার তথ্য কমিশন

গঠন করেছে। যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের কোন বিষয়ে তথ্য পেতে চান, তবে তিনি একটি নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবেন ঐ প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নিকট। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তার আবেদন বিধি-বিধান অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করবেন। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। তথ্য প্রদানে অপারগ হলে কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদানের কার্যক্রম থাকলে তা ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

৪। সভায় উপস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান বলেন যে, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন সরকারের অন্যতম সফল পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে আমরা যে কোন প্রতিষ্ঠানের তথ্য নিয়মানুযায়ী পেতে পারি। সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের যে সকল তথ্যের প্রয়োজন হয় তা বিধি অনুযায়ী পাওয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়।

৫। সভাপতি সভায় বলেন যে, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। সরকার এ কারণেই তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে। যে সকল বিষয়ে তথ্য প্রদান করা যাবে এবং যে সকল বিষয়ে তথ্য প্রদান করা যাবে না তার সংক্ষিপ্ত দিক তুলে ধরেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে, রাষ্ট্রীয় গোপনীয় আইন/দলিল, বহির্বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক নষ্ট হয়, বিদেশী সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য, বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন কোন তথ্য কখনই প্রদান করা যাবে না। সুতরাং সকলকে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় বিভিন্ন সময়ে সভা, প্রশিক্ষণের আয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হয়ঃ

ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর সংস্থাকে নিয়মিত তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

খ. কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সকল তথ্য নির্ধারিত সময়ে প্রদানে আন্তরিক হতে হবে।

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৫/০৬/২০২৩
(প্রদীপ কুমার মহোত্তম)
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নং-২৯.০০.০০০০.২২৪.২৭.৯৫.২০১৮-৮৮ তারিখঃ ২৫/০৬/২০২৩ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ:আ: উপসচিব, তথ্য অধিকার শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ]।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
৪। যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৫। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি
৭। মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
৮। মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি
৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০। সহকারী সচিব (পরিষদ-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১। সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১২। অফিস কপি।

২৫/০৮/২০২১

(তাসলীমা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৫৫১০০৬৩০
Email: dscoordination@mochta.gov.bd